সবাই মিলে দিব কর
দেশ হবে স্বনির্ভর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়।

জনকল্যাণে রাজস্ব

আন্তর্জাতিক জনসেবা দিবস (২৩ জুন) উপলক্ষে এবং রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য দেশপ্রেমিক জনগণ ও সম্মানিত করদাতাদেরকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন

সারাদেশে রাজস্বের ব্যাপারে একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠতে দেখে আমরা খুবই উৎসাহিত বোধ করছি। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্র বিশেষে রাজস্ব সংগ্রহ, রাজস্ব প্রদান ও রাজস্ব বিষয়ক আলোচনায় অধিকতর মনোনিবেশ করায় আমরা আনন্দিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আন্তর্জাতিক জনসেবা দিবস (২৩ জুন) উপলক্ষে সকল দেশপ্রেমিক নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছে। সাথে সাথে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের মে'২০১৬ পর্যন্ত এনবিআর-এর জন্য নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য দেশপ্রেমিক জনগণ ও সম্মানিত করদাতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে এনবিআর কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬৬ (একশত ছেষট্টি) কোটি টাকা। প্রায় চার দশক ব্যবধানে গত বছর (২০১৪-২০১৫) সম্মানিত করদাতাগণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজস্ব প্রদানে এগিয়ে আসার কারণে এনবিআর লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১,৩৫,৭০০ (এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশত) কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করেছে, যা ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮২৩ গুণ বেশি। চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের মে'২০১৬ মাস পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১,২৯,৯০২ (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত দুই) কোটি টাকার বিপরীতে আদায় করেছে ১,৩২,২৯৫ (এক লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশত পঁচানব্বই) কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২,৩৯৩ (দুই হাজার তিন শত তিরানব্বই) কোটি টাকা বেশি। রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার ১৪.১৮%। এ বিশাল অর্জনে দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে আপনাদের সহযোগিতা ও অবদানের কথা এনবিআর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। একইসাথে এনবিআর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, করদাতাগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার ফলে চলতি ও আগামী অর্থবছরেও সার্বিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা সম্ভব হবে, ইনশা আল্লাহ।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে এনবিআর গতানুগতিকতার বাইরে এসে নিজেকে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের প্রয়াস চালাচ্ছে। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উদযাপন ও আয়কর মেলা আয়োজনের মাধ্যমে এনবিআর সেবার মান বাড়াতে প্রয়াসী হয়েছে। এনবিআর **"দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন"** নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে যেকোনো প্রকার হয়রানি, করফাঁকি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে **'জিরো টলারেন্স'** ঘোষণা করে একটি **"করদাতা বান্ধব (Taxpayer Friendly) রাজস্ব সংস্কৃতি"** গড়ে তুলতে নিরন্তর সচেষ্ট রয়েছে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এনবিআর একদিকে সৎ করদাতাদের নানাবিধ প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে অপরদিকে কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নীতি অবলম্বন করেছে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে **"আধুনিক ডিজিটাল এনবিআর"** প্রতিষ্ঠাকল্পে ই-পেমেন্ট, ভ্যাট অনলাইন ও এ্যাসাইকুডা পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আয়কর, ভ্যাট ও আমদানি শুল্ক পরিশোধের পদ্ধতি পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক সহজ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণ সহজেই হয়রানিমুক্ত পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং স্বচ্ছন্দে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রদান করতে পারছেন। মামলার পেছনে করদাতাদের অনাবশ্যক খরচ কমাতে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান মামলার জট কমিয়ে আনতে **"বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR)"** ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা আদালতের বাইরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সহজেই নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে। বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলা বিজ্ঞ অ্যাটর্নী জেনারেল এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় দ্রুত নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে বিভিন্ন আইন প্রনয়ণ, আইনের সংশোধনসহ রাজস্ব সংগ্রহের কাজে মহান জাতীয় সংসদ ও এর বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এবং মাননীয় সংসদ সদস্যদের পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, জাতিসংঘের **"টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা"**(Sustainable Development Goals- SDG) এবং **"উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন"** (Financing for Development-FfD) শীর্ষক সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের আলোকে প্রতিটি দেশ এখন তার জনগণের কল্যাণে রাজস্ব প্রশাসনকে আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। উক্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে আপনাদের সহায়তায় আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ জানুয়ারি '২০১৬ তারিখ চট্টগ্রাম-এ অনুষ্ঠিত এক সভায় দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে প্রত্যেক নাগরিককে যথাযথ পরিমাণ কর প্রদানের আহ্বান জানান। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন **'আমরা স্বাবলম্বী হব: সকলে কর দেব'**।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থপ্রতিমন্ত্রীর রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা (Political Guidance) ও উৎসাহের অংশ হিসেবে এনবিআর বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে কার্যকর ও অর্থবহ অংশীদারিত্ব (Partnership) গড়ে তোলার লক্ষ্যে **'রাজস্ব সংলাপ' (Revenue Dialogue)** শুরু করেছে। ইতোমধ্যে অনেকগুলো বিভাগীয় ও জেলা শহরে রাজস্ব সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকল রাজস্ব সংলাপে সম্মানিত অংশীজন এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। এ সকল সংলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে করের আওতা বাড়িয়ে করভার লাঘবপূর্বক একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এনবিআর আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছে।

বাঙালি বীরের জাতি। যে জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশকে পৃথিবীর দরবারে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে জাতি কোনভাবেই উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে পিছিয়ে থাকতে পারে না। তাই অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে ক্রমশ:স্বাবলম্বী হয়ে বীর বাঙালি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে বাঁচবে এটাই এ জাতির প্রত্যাশা। বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে এ জাতি কিভাবে বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পদ্মা সেতু তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া-সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন সামাজিক খাতে উত্তরোত্তর বরাদ্দ বৃদ্ধি ও নতুন নতুন অবকাঠামো বিশেষ করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, চার লেনের মহাসড়ক, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা তার মধ্যে অন্যতম। উল্লিখিত বৃহৎ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে দেশপ্রেমিক সম্মানিত করদাতাগণের অকুণ্ঠ সমর্থন সরকার তথা এনবিআর-এর কর্মকান্ডকে আরও জনবান্ধব ও বেগবান করবে বলে এনবিআর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশে ৯ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি মানুষ নিয়মিত সরকারকে আয়কর প্রদান করছে; অথচ বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ১২ লাখ মানুষ নিয়মিতভাবে আয়কর প্রদান করছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যমান আইন ও বিধি মোতাবেক যথাযথ পরিমাণ কর প্রদান করছেন না। আমরা অনেকেই করযোগ্য আয় থাকা সত্ত্বেও যথাযথ পরিমাণ কর দিতে অনীহা প্রকাশ করছি। কিন্তু আমরা যদি প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক প্রত্যেকে যথাযথ পরিমাণ কর প্রদান করি তাহলে খুব সহজেই নিজেদের অর্থে **"রূপকল্প-২০২১" (Vision: 2021)** এর সফল বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। আমরাও হতে পারব একটি উন্নত ও স্বনির্ভর দেশের গর্বিত নাগরিক।

তাই দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে এখন থেকে আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে ঃ আমরা সকলে সময়মত যথাযথ আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট পরিশোধ করব। কোন ক্ষেত্রেই মিথ্যা ঘোষণা বা কর ফাঁকি দেবনা। বন্ড সুবিধার কোনরূপ অপব্যবহার করব না। মেলার পরিবেশে সারা বছর সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করব এবং সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সবাই সমানভাবে অংশীদার হবো।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে, শরীরকে প্রাণবন্ত রাখতে যেমন প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন, তেমনি দেশের উন্নয়নের জন্য প্রচুর রাজস্বের প্রয়োজন। উন্নয়নের অক্সিজেন হলো রাজস্ব। কাজেই দেশের উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে যথাসময়ে যথাযথ পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের অনুরোধসহ একটি করদাতা ও রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে আপনাদের সকলের প্রতি এনবিআর উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

আসুন পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে সগর্বে উচ্চারণ করিঃ
"আমরা স্বাবলম্বী, আমরা নিজের টাকায় দেশ গড়ি"।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড